হিন্দু আইন

(প্রাসঙ্গিক আইন উল্লেখযোগ্য মামলার বিবরণ ও বিষয়ভিত্তিক উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত)

লিটন দেব

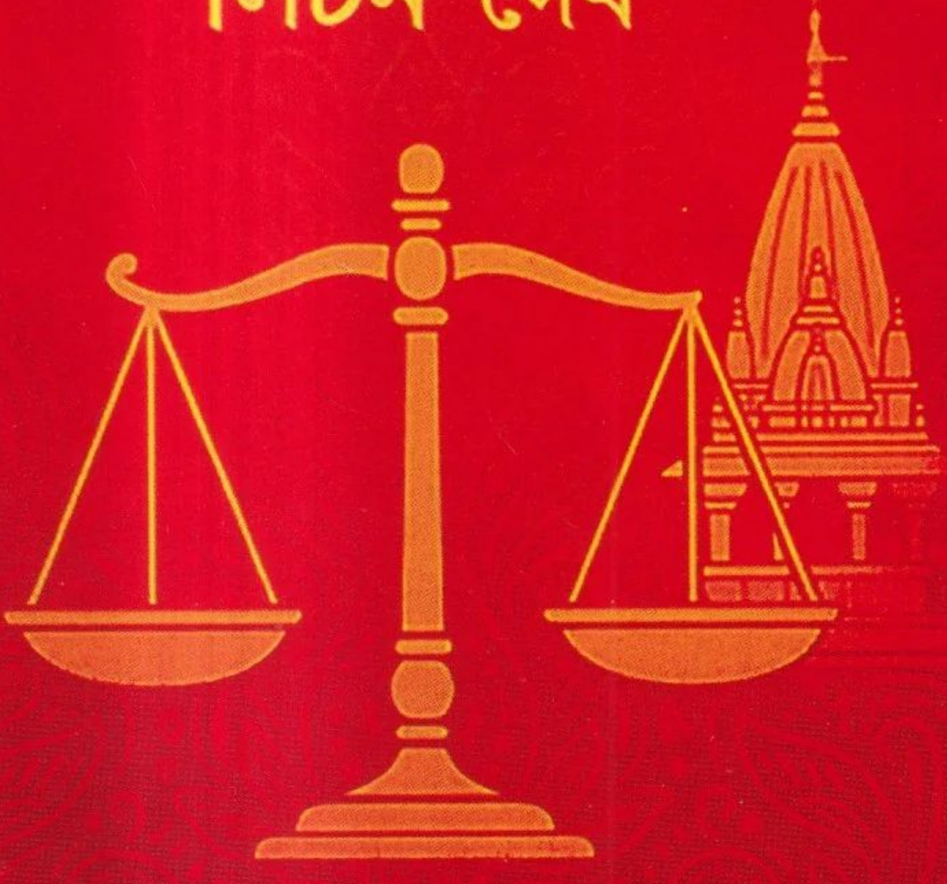

রহিম ল' বুক হাউজ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

(ক) প্রথা ও ধর্মীয় আইন

(১) হিন্দু আইনের উৎস্য-- ১১

(২) হিন্দু আইনের মতবাদ-- ১২

(৩) যৌথ পরিবার প্রথা-- ১৩

(৪) হিন্দু আইনে উত্তরাধিকার-- ১৪

(৫) বন্টন আইন-- ২২

(৬) হিন্দু বিবাহ আইন-- ২৫

(৭) হিন্দু আইনে ভরণপোষণ-- ৩০

(৮) নারীর সম্পত্তি ও স্ত্রী ধন-- ৩৪

(৯) দত্তক-- ৩৮

(১০) দান-- ৪১

(১১) উইল বা ইচ্ছাপত্র-- ৪৪

(১২) দেবোত্তর সম্পত্তি-- ৪৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

(খ) উল্লেখযোগ্য বিধিবদ্ধ আইন

(১) হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন-১৮৫৬-- ৫৩

(২) বিশেষ বিবাহ আইন-১৮৭২-- ৫৭

(৩) অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন-১৮৯০-- ৬৯

(৪) হিন্দু সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ আইন-১৯১৬-- ৯৩

(৫) হিন্দু উত্তরাধিকার (অসামর্থ দূরীকরণ) আইন-১৯২৮-- ৯৫

(৬) হিন্দু উত্তরাধিকার বিধান (সংশোধনী) আইন-১৯২৯-- ৯৭

(৭) বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন-১৯২৯-- ৯৮

(৮) বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭-- ১০২

(৯) হিন্দু বিদ্যালব্ধ উপার্জন আইন-১৯৩০-- ১০৮

(১০) হিন্দু মহিলার সম্পত্তির অধিকার আইন-১৯৩৭-- ১১০

(১১) আর্য বিবাহ বৈধকরণ আইন-১৯৩৭-- ১১২

(১২) বিবাহিতা হিন্দু মহিলার পৃথক বাস ও ভরণ পোষণের অধিকার আইন-১৯৪৬-- ১১৩

(১৩) হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন-২০১২-- ১১৫

(১৪) হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা-২০১৩------------------------ ১১৯
(১৫) হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮------------------------ ১৩২
(১৬) হিন্দু উত্তরাধিকার আইন-১৯৫৬---------------------------- ১৩৯
(১৭) হিন্দু বিবাহ বিধি (হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট)-১৯৫৫------------------ ১৪২
তৃতীয় অধ্যায়
(গ) উল্লেখযোগ্য মামলাসমূহঃ
১। ভূবনময়ী বনাম রামকিশোর-১৯৬৫---------------------------- ১৪৫
২। কালেক্টর অব মাদুরা বনাম মুত্তু রামলিঙ্গ-১৮৬৮------------------- ১৪৭
৩। গুরু গোবিন্দ বনাম আনন্দমালা-১৮৭০------------------------ ১৪৯
৪। ঠাকুর বনাম ঠাকুর-১৮৭২-------------------------------- ১৫১
৫। হনুমান প্রসাদ পান্ডে বনাম বাবুঈ মনুরাজ কুনওয়ারী-১৮৫৬--------- ১৫৪
৬। সুরজ বংশী কোয়ের বনাম শিউ প্রসাদ সিং-১৮৮০------------------ ১৫৬
৭। শ্রী বালুসু বনাম শ্রী বালুসু-১৮৯৯---------------------------- ১৫৮
৮। মাণিক্যবালা বনাম নন্দকুমার-১৯০৬------------------------- ১৬০
৯। হীরালাল সিং বনাম ত্রিপুরা চরণ রায়-১৯১৩--------------------- ১৬২
১০। রঙ্গস্বামী বনাম নাচিয়াপ্পা-১৯১৯--------------------------- ১৬৩
১১। বিদ্যা ভারতী বনাম বালুস্বামী আয়ার-১৯২১-------------------- ১৬৫
১২। ব্রিজনারায়ন রায় বনাম মঙ্গলা প্রসাদ-১৯২৪-------------------- ১৬৭
১৩। প্রথমনাথ মল্লিক বনাম প্রদ্যুম্ন কুমার মল্লিক-১৯২৫---------------- ১৬৯
১৪। ইন্দিরা রাণী ঘোষ বনাম অক্ষয় কুমার ঘোষ-১৯৩২---------------- ১৭১
১৫। ভগবান সিং বনাম ভগবান সিং ২৯ আই এ ১৫৩------------------ ১৭৩
১৬। রজনীনাথ বনাম নিতাইচাঁদ ২৫ সি ডব্লিউ এন ৪৬৩-----------------১৭৪
১৭। এ্যানী ব্যাসান্ত বনাম নারায়ণিয়া ৪১ আই এ ৩১৪------------------ ১৭৫
১৮। মনোহর মুখোপাধ্যায় বনাম ভুপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৬১ ক্যাল ৫৫২----- ১৭৬
➤ হিন্দু আইন সম্পর্কিত উচ্চ আদালতের কতিপয় রুলিং-----------------১৮৬
➤ হিন্দু আইন কি ও কাদের উপর প্রযোজ্য---------------------------১৯২
➤হিন্দু আইনে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের নিয়ম--------------------------১৯৬
➤ দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত আইনের বিধানাবলী বিশ্লেষণ (হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে দত্তক সংক্রান্ত বিধান বিশ্লেষণ)--------------- -১৯৯
➤ স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার অংশ প্রাপ্তিতে উচ্চ আদালতের রায়ের বাংলা রূপ---২০১
➤ স্বামীর সম্পত্তিতে হিন্দু বিধবার অংশ প্রাপ্তিতে উচ্চ আদালতের রায়ের ইংরেজি রূপ--২১২

হিন্দু আইনের উৎস

(Source of Hindu Law)

হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ হিন্দু আইনের প্রধান উৎস। হিন্দু আইনের আরো অন্যান্য উৎস ও রয়েছে। উৎসগুলো হলো স্মৃতি, পুরান, সংহিতা, বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, বিধিবদ্ধ আইন ইত্যাদি। অধ্যাপক হল্যান্ড **(prof. Halland)** প্রচলিত প্রথা, ধর্ম এবং বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনাকে হিন্দু আইনের প্রধান উৎস হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হিন্দু আইনের মতবাদ

হিন্দু আইন দুটি মতবাদে বিভক্ত। একাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানেশ্বর নামীয় এক হিন্দু পন্ডিত মিতক্ষরা মতবাদ প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ হতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে জিমুতবাহন নামীয় অপর এক হিন্দু পন্ডিত ব্যক্তি দায়ভাগা মতবাদের প্রবর্তন। সকল বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে অর্থাৎ সারা বাংলাদেশে ও ভারতের ত্রিপুরা ও পশ্চিম বংগ রাজ্যে দায়ভাগা মতবাদ প্রচলিত।

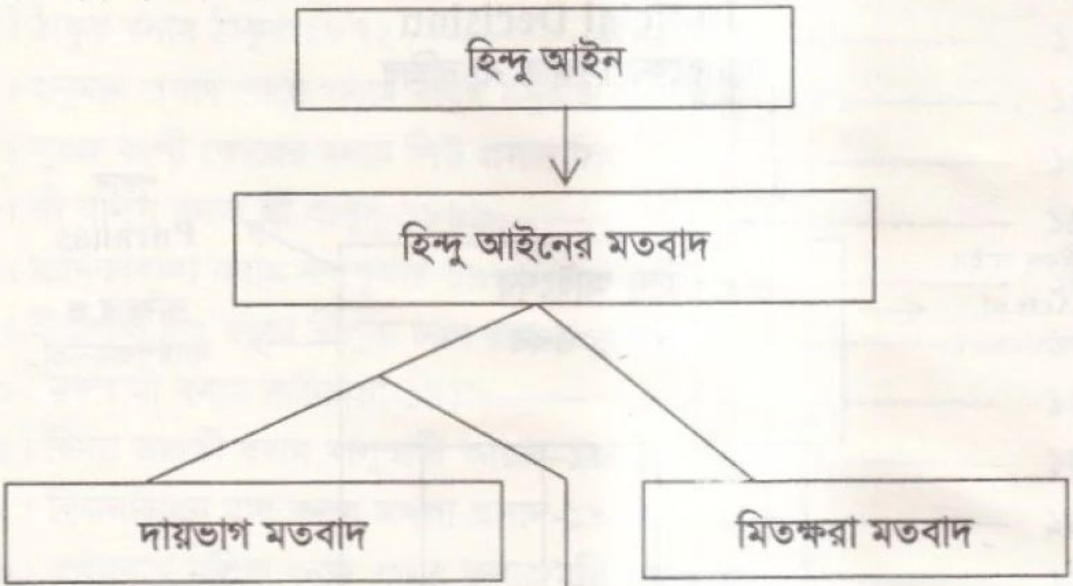

প্রবক্তা-জীমূতবাহন সময়-ত্রয়োদশ-চতুর্দশ	প্রবক্তা-বিজ্ঞানেশ্বর সময়-একাদশ শতাব্দী
• প্রধান ৩টি স্মৃতিশাস্ত্রেরই ধারাবাহিক সারাংশ	• যাজ্ঞবল্ক প্রণতি স্মৃতির ধারাবাহিক ব্যাখ্যা
# উত্তরাধিকার সূত্র	# উত্তরাধিকার ও উত্তরজীবী সূত্র
# প্রগতিশীল মতবাদ	# প্রাচীন শ্রাস্ত্রপন্থী ও রক্ষণশীল
# বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত	# অন্য-সকল স্থানের হিন্দুদের উপর প্রচলিত।
# সপিন্ড, সকুল্য ও সমানোদক-৩ শ্রেণীর উত্তরাধিকার।	# সপিন্ড, সমানোদক ও বন্ধু- ৩ শ্রেণীর উত্তরাধিকার।
# শুধুমাত্র কর্তা নয় এজমালি সম্পত্তিতে যে কোন সদস্য তাহার অংশ বিক্রি করতে পারে।	# যৌথ পরিবারের কর্তাই প্রয়োজনে সম্পত্তি বিক্রি করতে পারে। অন্য সদস্যগণ পারে না।

হিন্দু যৌথ পরিবার

একজন পূর্বপুরুষের একাধিক উত্তর পুরুষগণ তাহাদের প্রজন্ম নিয়া এক সাথে বৃহদাকার পরিবারে বসবাস করে তাকে যৌথ পরিবার বলে। যৌথ পরিবার হিন্দু সমাজের একটি ঐতিহ্য। যৌথ পরিবার প্রধান কর্তার নেতৃত্ব পরিবারটি পরিচালিত হয়।

যৌথ পরিবার প্রথা
Joint Family System

↓

হিন্দু যৌথ পরিবার

↓

একই পূর্ব পুরুষের অধস্তন উত্তরপুরুষ গণ সন্তান সন্ততি নিয়ে যে বৃহদাকার পরিবারে একাগ্রে বসবাস এবং পুজা অর্চনাদি করেন তাতে যৌথ পরিবার বলা হয়।

↓

কর্তা (karta)

যৌথ পরিবারের সার্বিক দায় দায়িত্ব যে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের নিকট থাকে তাকে কর্তা বলা

ক্ষমতাসমূহ

১. পরিবারের আয়ের উপর ক্ষমতা।
২. হস্তান্তরের ক্ষমতা।
৩. ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।
৪. ঋণ স্বীকারের ক্ষমতা।
৫. ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা।
৬. চুক্তি করার ক্ষমতা।
৭. পারিবারিক ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতা।

কর্তব্যসমূহ

১. হিসাব নিকাশ প্রদানের কর্তব্য।
২. পরিবারের ঋণ আদায়।
৩. যুক্তিসংগতভাবে অর্থ ব্যয়।
৪. সদস্যদের সম্মতি ছাড়া নতুন ব্যবসা চালু না করা।
৫. যথেচ্ছাভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর না করা।

হিন্দু যৌথ পরিবার

উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত

(১) অবিভক্ত বা যৌথ পরিবারে একজন সদস্য যৌথ সম্পত্তি আংশিক আগন্তক খরিদ্দারের বিরুদ্ধে তাহাকে যৌথ সম্পত্তির দখল লইবার বারনের জন্য নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমা করিতে পারে। *(৯ ডি.এল.আর ১১৯)*

(২) অবিভক্ত পরিবারের একটি বসতবাড়িতে আগন্তক খরিদ্দার যৌথ দখল পাইতে বা সমান বা আংশিকভাবে ভোগ করিতে অধিকারী নহে। তাহার একমাত্র প্রতিকার বাটোয়ারা মোকদ্দমা স্থাপন এবং বাটোয়ারার মাধ্যমে তাহার অংশ বাবদ নির্দিষ্ট দখল স্থিরিকরণ; যদিও শরীক প্রজাগণের বাটোয়ারা আইনের ৪ ধারার অধিকার বলবত থাকে। *(৯ ডি.এল.আর ১১৯)*

(৩) মিতক্ষরা আইনে শুধুমাত্র বাটোয়ারা দাবীর মাধ্যমে যৌথ পরিবারের সম্পত্তি বণ্টিত হয়। দায়ভাগ আইনের বাটোয়ারার মাধ্যমে সম্পত্তির পৃথক ছাহাম না হওয়া পর্যন্ত যৌথত্ব বজায় থাকে। *(১৩ ডি.এল.আর ২৩২)*

(৪) হিন্দু যৌথ পরিবারের একজন সদস্য তাহার পুত্রের নামে খরিদ করেন যাহার কোন নিজস্ব তহবিল নাই, সম্পত্তি যৌথ পরিবারের মালিকানাধীন সম্পত্তি হিসাবে গণ্য। *(১৩ ডি.এল.আর ৮৬৫)*

(৫) হিন্দু যৌথ পরিবার, পৃথক সদস্যদের একটি পুনর্মিলন। হিন্দু আইনে কোন মহিলা সহ-উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। *(১৮ ডি.এল.আর (এ.ডি) ২৪৮)*

(৬) যৌথ পরিবারে স্ত্রী বাটোয়ারা দাবী করিতে পারে না কিন্তু অংশ পাইতে পারে। *(১৫ ডি.এল.আর (এস.সি) ৫৮)*

(৭) যৌথ পরিবারের সম্পত্তির আয় হইতে খরিদা সম্পত্তি যৌথ পরিবারের সম্পত্তির অংশ বিশেষে পরিণত হয়। *(১৫ ডি.এল.আর; (এস.সি) ৫৮)*

(৮) যৌথ পরিবারের সদস্যদের নিকট হইতে ভূমির হস্তান্তর গ্রহীতা ঐ ভূমিতে দখলে থাকিতে অধিকারী *(১৪ ডি.এল.আর (এস.সি) ৫৮)*

(৯) দায়ভাগ প্রথায় যদি দুই বা ততোধিক পুত্র পৈত্রিক ওয়ারিশসূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া- একত্রে বসবাস করিতে থাকে এবং তদাবস্থায় যে কোন সদস্যদের নামে সম্পত্তি অর্জিত হয় তাহা হইলে অনুমতি হইবে যে, উহা যৌথ সম্পত্তির আয় দ্বারা অর্জিত যৌথ সম্পত্তি; কিন্তু ঐরূপ অনুমান প্রমাণের দ্বারা খন্ডিত।

(১০) হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্যগণ একই বাড়িতে অবস্থানকালে পরিবারের কর্তা কর্তৃক সম্পত্তি অর্জিত হয়; কর্তা ঐ সম্পত্তির দলিল তাহার নামে থাকিবার কারণে সম্পত্তিটি তাহার নিজস্ব তহবিল দ্বারা এবং যৌথ পরিবারের আয় হইতে অর্জিত নহে মর্মে দাবী করেন। ঐ দাবী বৈব হইবে যদি কর্তা সরল, মৌখিক ও দালিলিক প্রমাণ দ্বারা যৌথ বিষয়ক বিরুদ্ধ প্রমাণ করিতে পারে। *(৫ বি.সি.আর -২৭৩)*

(১১) যিনি সম্পত্তিটি যৌথ পরিবারের সম্পত্তি হিসাবে দাবী করেন উহা প্রমাণের প্রাথমিক দায়িত্ব তাহার উপর। সম্পত্তি যৌথ পরিবার থাকাকালে অর্জিত এবং পরিবারটি যৌথ, উহার শাঁস (Necleus) প্রমাণের উপর উহার দায়িত্ব অপর পক্ষের উপর প্রত্যার্পিত হয়। *(১বি.এল.ডি ১৮৯ (এস.সি)*

(১২) যৌথ পরিবারের পৃথক একটি সম্পত্তির মালিকের নিরঙ্কুশ স্বত্ব পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে উহার প্রমাণেই যথেষ্ট নহে যে, আয়টি যৌথ পরিবারের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে এবং যৌথ পরিবারের খরচ পরিশোধের জন্য হইয়াছে। *(৬ ডি.এল.আর ৩৯৪)*

(১৩) যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে আইনে কোন অনুমান নাই। ঐরূপ প্রমাণ করিবার পূর্বে ঘটনাপ্রবাহ অবশ্যই প্রতিষ্ঠা বা প্রমাণ করিতে হইবে। *(১৪ ডি.এল.আর ৩৪৭)*

(১৪) হিন্দু যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে 'কর্তা' শব্দের অর্থ ব্যবস্থাপক। হিন্দু যৌথ পরিবারের কর্তা হিসাবে হিন্দু বিধবার কার্য করিবার ক্ষমতা। *(১৪ ডি.এল.আর ২৫৮)*

(১৫) যৌথ পরিবারের ব্যক্তিবর্গ একই আবাসস্থলে বসবাসসহ পূজার্চনায় অংশ নেন এবং বিষয় সম্পত্তিতে এজমালি থাকেন। এই ক্ষেত্রে যৌথ

উত্তরাধিকার (Succession)

উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত

(১) বিবাহিত কন্যা পিত্রালয়ে বসবাস করিতে এবং পিতার সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণ পাইতে তখনই অধিকারী যখন কন্যা জামাতাকে ঘর-জামাই হিসাবে আনয়ন করা হয়। *(৩১ ডি.এল.আর ১৮৬)*

(২) পুত্রের স্বত্বাধিকার প্রাপ্তি স্বাধীন এবং সেই জন্য পিতার বিরোধিয় স্বকার্যজনিত বাধা পুত্রের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ কার্যকর হয় না। *(০৮ ডি.এল.আর ৫৭৭)*

(৩) হিন্দু দায়ভাগ আইনে একজন বন্ধ্যা কন্যার দত্তক পুত্র গ্রহণ করার পর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও দত্তক পুত্রের অবস্থান তৈরি হয়। বন্ধ্যা বিবাহিতা কন্যা দত্তক গ্রহণের দ্বারা ভাবী উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকারীত্ব প্রাপ্তি থামাইয়া দেয়। *(৫ ডি.এল.আর -২৫০)*

(৪) একজন হিন্দু পতিতা মহিলার মালিকানাধীন সম্পত্তির দাবীদার যদি তাহার কন্যা হয় সেক্ষেত্রে পতিতা মহিলার দাবীদার কন্যাটির জন্মের বৈধতা বা অবৈধতা বিষয়ক প্রশ্ন উথাপন অমূলক। *(৩৬ ডি.এল.আর -২২৬ (এস.সি)*

(৫) দায়ভাগ আইনে হিন্দু উত্তরাধিকারীত্বের ক্ষেত্রে পূর্ণ ভগ্নি পুত্র এবং অর্ধ ভগ্নি পুত্র এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। *(৩৭ ডি.এল.আর ১৩৫)*

(৬) মিতক্ষরা আইনে যে সকল ব্যক্তিগণ উত্তরাধিকারী, তাহারা সকলেই দায়ভাগ আইনে উত্তরাধিকারী নহে। *(৩৭ ডি.এল.আর ১৩৪)*

(৭) হিন্দু আইনে অনুক্রমিক জীবিত সম্পদ সৃষ্টি হইতে পারে।

(৮) হিন্দু ধর্ম হইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে হিন্দু আইন প্রয়োগ হয় না। ঐরূপ ধর্মান্তরিত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিত্ব মুসলিম আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। *(১০ ডি.এল.আর ৫৯ (প,পা)*

(৯) বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন প্রয়োগের প্রশ্নে ভিন্ন ধর্মের বিষয়টি অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন নাই, কেননা বৌদ্ধরা তাহাদের ক্ষেত্রে হিন্দু

আইন প্রয়োগের কথা মানিয়া লইয়াছে। *[(৮.বি. এল. ডি ১০৫ (এ.ডি); ৮ বি.সি. আর ১৩৮ (এ.ডি)]*

(১০) যেখানে উভয় মতপন্থীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকে না এবং যেখানে একটি বিষয়ে দায়ভাগ নীরব সেখানে মিতক্ষরা প্রথা প্রচলিত হইবে। মিতক্ষরা মতে বোনের পুত্রের পুত্র একজন উত্তরাধিকারী। দায়ভাগ মতেও বোনের পুত্রের পুত্র উত্তরাধিকারী। *(১ বি.এল. ডি-৩৪২)*

(১১) ১৯৩৭ সালের সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার সম্পর্কিত আইন বলে কোন হিন্দু বিধবা-কৃষি ভূমিতে উত্তরাধিকার সূত্রে কোন স্বত্ব পাবে না। *(শেখ মোহম্মদ সিদ্দিক বনাম হরিলাল নাথ; ২২ ডি.এল.আর ৩৫৯)*

(১২) উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করার পূর্বে এটা অবশ্য প্রমাণ সাপেক্ষ যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্ধত্ব, বধিরতা বা মূকত্ব অনারোগ্য না জন্মগত। *(১৯২৪ বোম্বে ৩৫৩)*

(১৩) স্বাভাবিক মানসিক অসুস্থ্যতা বা কম বুদ্ধি সম্পন্ন সদস্য মৃতের উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে না। দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগাগ্রস্থ এবং পুরুষত্বহীনতা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। কোন কোন নজির অনুযায়ী অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। *(৩৮ মাদ্রাজ,২৫)*

(১৪) শাস্ত্রীয় হিন্দু আইন মোতাবেক খুনী বা তার পক্ষ থেকে অপর কেহ উত্তরাধিকারীদের দাবী হলে উভয়ই তা থেকে বঞ্চিত হবে। *(৫১ আইএ ৩৬৮)*

(১৫) মিতাক্ষরা মতে স্বামীর মৃত্যুকালীন সময়ে স্ত্রী যদি অসতীত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় তবে সে স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী লাভ করতে পারে না। তবে বিধবা একবার আইনসংগতভাবে স্বামীর সম্পত্তি প্রাপ্তির পর তার সতীত্ব বিনষ্ট করলে পরবর্তী কার্যের জন্যে তার প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। *(৫ ক্যাল, ৭৭৬; ৭ আই এ, ১১৫)*